29

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 31 JUL 1995
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আবেদন

গতকাল রবিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ; অভিভাবক এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের ভিত্তিতে সরকার ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএস সি পরীক্ষা হইতে নৈর্ব্যক্তিক অংশের প্রশ্ন ব্যাংক ব্যবস্থা পরিহার করার সিদ্ধান্ত বহাল রাখি-

(১১শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আবেদন

(১ম পৃঃ পর)

য়াছে। কিন্তু গত কয়েকদিন যাবৎ কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী নৈর্ব্যক্তিক অংশের জন্য প্রশ্ন ব্যাঙ্ক অব্যাহত রাখার দাবীতে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন, যানবাহন ভাংচুর এবং জাতীয় সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করিতেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত একটি টাস্কফোর্সের সুপারিশক্রমে ১৯৯২ সাল হইতে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যিক ও নৈর্ব্যক্তিক গণিত ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা চালু করে। এতদুদ্দেশ্যে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পদ্ধতি সম্পর্কে পরীক্ষার্থীদিগকে আগাম অবহিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি বিষয়ে ৫০০টি নমুনা প্রশ্নের প্রশ্ন ব্যাংক প্রণয়ন করা হয়। নব প্রবর্তিত এ নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে ছাত্রদের পরিচিতির সুবিধার্থেই কেবল এই নমুনা প্রশ্ন ব্যাংক চালু করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে পরীক্ষার্থীদের পরিচিতি নিবিড় করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক অংশের প্রশ্ন উল্লেখিত ৫০০টি নমুনা প্রশ্নের প্রশ্ন ব্যাংক হইতে প্রণয়ন করা হয়। ইতিমধ্যে প্রশ্ন ব্যাংক হইতে প্রণীত প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার অভিজ্ঞতা হইতে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, পরীক্ষার্থিগণ প্রশ্ন ব্যাংকের উত্তরসমূহ আত্মস্থ করিয়া নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় আশাতিরিক্ত নম্বর পাইলেও ইপ্সিত জ্ঞান অর্জন করিতে পারিতেছে না। তাহাছাড়া এ পদ্ধতিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন নমুনা প্রশ্ন ব্যাংকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের প্রবণতা কমিয়া যাইতেছে। ফলশ্রুতিতে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ব্যবস্থার ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত হইতেছে। বিষয়টি নিয়া দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মশালা ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহাদের সুচিন্তিত পরামর্শের ভিত্তিতে ২৬-৪-৯৩ তারিখে সরকার নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতির প্রশ্ন ব্যাংক ব্যবস্থা ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত এস এস সি পরীক্ষা হইতে পরিহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দুই বছরের অধিক পূর্বে গৃহীত এই সিদ্ধান্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থিগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়। প্রশ্ন ব্যাংক ব্যবস্থা পরিহার করার ব্যাপারে সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত দেশের শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবক, শিক্ষা ব্যবস্থাপক ও সাংবাদিকসহ সকল শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণ স্বাগত জানাইয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, কিছু ছাত্র-ছাত্রী প্রশ্ন ব্যাংকের বিরূপ প্রভাব অনুধাবন না করিয়া তাহা অব্যাহত রাখার জন্য দীর্ঘ দুই বছর পর সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত বিক্ষোভ প্রদর্শন ও জাতীয় সম্পদের ক্ষতি সাধন করিতেছে।

এমতাবস্থায় সরকার দেশের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকবৃন্দ এবং সকল মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট আকুল আবেদন করিতেছে যে, তাহারা যেন তাহাদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং ভবিষ্যত শিক্ষা সুযোগের স্বার্থে প্রশ্ন ব্যাংক ব্যবস্থা পরিহার করার জন্য তাহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করেন। সরকার আরো আশা করে যে, তাহারা যেনো তাহাদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শন, জনগণের অবাধ চলাচলে বাধার সৃষ্টি এবং জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট করা হইতে বিরত রাখার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।